গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান
পদবী: সহকারী পরিচালক
পরিদর্শনের তারিখ: ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ

০১।	প্রকল্পের নাম	:	স্মার্টকার্ড বেইজড প্রিপেইড পাম্প ইউজেস এন্ড এনার্জি মেজারিং সিস্টেম (পিপিউইএম) ২য় পর্যায় প্রকল্প		
০২।	বাস্তবায়ন সংস্থা	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ		
০৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়		
০৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:			
	মূল অনুমোদিত	:	মার্চ, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬		
০৫।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	মূল অনুমোদিত	:	১৯০৮.৮২	১৯০৮.৮২	-
০৬।	প্রকল্পের অবস্থান	:	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১২টি জেলার ৬৭টি উপজেলা।		

০৭। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

আশির দশকের মধ্যভাগে **"বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন"** প্রকল্পের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ২-কিউসেক গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। সে সময় গভীর নলকূপগুলি ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। ডিজেল ইঞ্জিনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৈদ্যুতিক গভীর নলকূপের তুলনায় বেশী হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত গভীর নলকূপ গুলোর বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু করা হয়। ডিজেল ইঞ্জিন চালিত গভীর নলকূপগুলির সেচ চার্জ আদায় বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিতে হলেও ,বিদ্যুতায়িত গভীর নলকূপেগুলোর ক্ষেত্রে ঘন্টা প্রতি সেচ চার্জ আদায় পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে মিটারের ঘন্টাপ্রতি ব্যবহার ইউনিট ও গভীর নলকূপের ডিসচার্জ এর ওপর ভিত্তি করে সেচ চার্জ আদায় করা হয়। মিটারের হিসাব অনুযায়ী সমুদয় টাকা আদায় করা সম্ভব হতো না বিধায় প্রতি বৎসর অনেক টাকা বকেয়া থাকত। বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তীতে সেচ কূপন পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে, এ পদ্ধতিতেও সেচ চার্জ আদায়ে অপারেটরদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার বিদ্যুৎ চুরি রোধ ও অন্যান্য সমস্যার কথা বিবেচনা করে স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতি চালু লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৫০০টি গভীর নলকূপে এই পদ্ধতি চালু করে। পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর হওয়ায় পরবর্তীতে ৬০০০টি গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে Smart Card Based Prepaid Pump Usages and Energy Measuring (PPEM) System শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় এবং সকল গভীর নলকূপে উক্ত পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করা হয়। এই প্রকল্পে সেচ চার্জ আদায়ের পরিমাণ ও স্বচ্ছতা, স্থানীয় কৃষকদের ইতিবাচক মনোভাব এবং সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যকারিতা/সফলতা বিবেচনায় ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। উদ্দেশ্য:

০১. ৪১০০টি গভীর নলকূপসমূহে স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতি চালু করা।

৮। প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পটির কোন বৈদেশিক সাহায্য নেই। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯। চলতি বছরের অগ্রগতি:

প্রকল্পটির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ১১২.৫০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১২.৩০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫১০.৯০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.১৫%)।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন:

প্রকল্পটি ০৪/০২/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা):

আইএমইডির সহকারী পরিচালক কর্তৃক ২১-২৩/১০/২০১৫ তারিখে নিম্নলিখিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জে এল নং	দাগ নং	মন্তব্য
১	রাজশাহী	মোহনপুর	বাকশিমইল	খাড়ইল	১২৬	১৩৮৩	-
২	রাজশাহী	মোহনপুর	জাহানাবাদ	মতিহার	১৬৬	১১৩৫	-
৩	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	বলিহার	ননিহার	০৪	৬৮৪	-

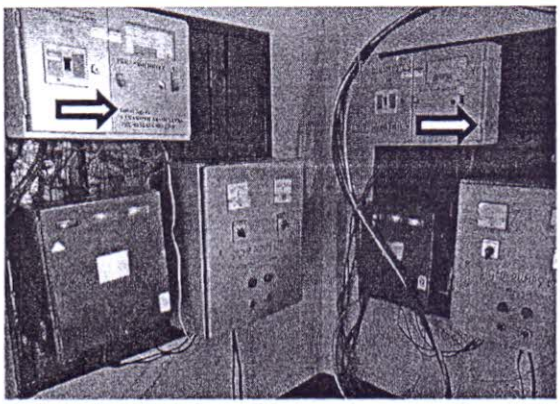

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের একটি গভীর নলকূপে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার (তীর চিহ্নিত)।

নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার বলিহার ইউনিয়নে ব্যবহৃত প্রি-পেইড কার্ড।

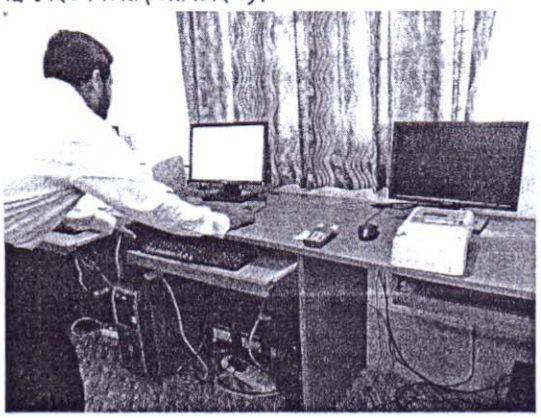

বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-তে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটারসমূহের সার্ভার।

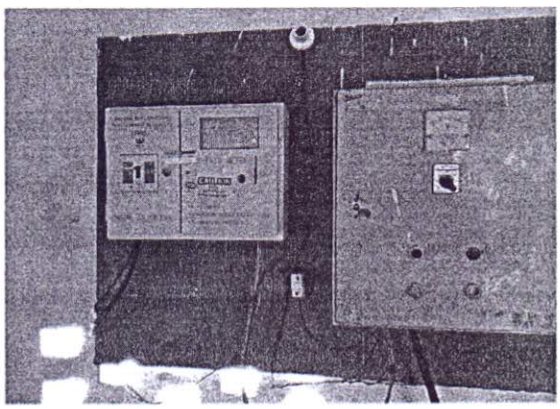

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার জাহানবাদ ইউনিয়নের একটি গভীর নলকূপে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার (বাম পার্শ্বেরটি)।

** পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১২। **পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা:**

প্রযোজ্য নয় (প্রকল্পটি পূর্বে পরিদর্শিত হয়নি)।

১৩। **পরিদর্শনকৃত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:**

ক্রঃ নং	কম্পোনেটর নাম	সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	প্রি-পেইড পাম্প ইউজেস এন্ড এনার্জি মেজারিং ইউনিট	৩৯০০টি	৩৪৬৯টি	৭২৯টি	২৯৮টি	মালামাল সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২	স্মার্ট কার্ড	৮২০০০টি	৬৬৫৯১টি	২০৪০৯টি	৫০০০টি	
৩	মোবাইল ভেন্ডিং ইউনিট	১৬০টি	১৩০টি	৪০টি	১০টি	

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (নির্বাহী প্রকৌশলী)।

১৫। **প্রকল্পের অব্যয়িত সমর্পন:** প্রকল্পের বছর ভিত্তিক অর্থ ছাড় ও সমর্পিত অর্থ ফেরত সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ:-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি'র বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	সমর্পিত অর্থ	মন্তব্য
২০১৩-২০১৪	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৯.১৩	০.৮৭	ট্রেজারী চালান নং এক্স-৩৬ তারিখ- ৩০/৬/২০১৪ মোতাবেক ফেরত দেয়া হয়েছে।
২০১৪-২০১৫	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৯.৪৭	০.৫৩	ট্রেজারী চালান নং -১১৬৮ তারিখ- ৩০/৬/২০১৫ মোতাবেক ফেরত দেয়া হয়েছে।

১৬। **অডিট সংক্রান্ত তথ্য:** ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। কোন আপত্তি নাই।

১৭। **বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:**

১৭.১ বিদ্যুতের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপসমূহে বিদ্যুতের সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে বলে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা জানান। বিদ্যুৎ মিটারের কার্ডগুলি প্রিপেইড হওয়ায় সেচের মূল্য বকেয়া পড়ার সুযোগ নেই। এছাড়াও স্মার্টকার্ড বেইজড প্রিপেইড পাম্প ব্যবহার করায় জমিতে কী পরিমান সেচ দেওয়া হচ্ছে তা বিএমডিএ-র প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত সার্ভার থেকে জানা সম্ভব এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সার্ভারে লিপিবদ্ধ থাকে; এবং

১৭.২ এই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্মার্টকার্ড বেইজড প্রিপেইড পাম্প সিস্টেম এর বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরী করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাবার পর কোন কারিগরী সমস্যা হলে তা সমাধান করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্প শেষ হবার পূর্বেই প্রকল্পের যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিএমডিএ-র সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; এবং

১৭.৩ প্রকল্প এলাকার সকল স্থানে প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড নেই। এতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ সঠিকভাবে জানতে পারছে না।

১৮। **সুপারিশ:**

১৮.১ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজ আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.২ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে ডিপিপির বছরভিত্তিক বরাদ্দ মোতাবেক এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অব্যয়িত অর্থ সমর্পন ও অডিট সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ এর বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে;

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্মার্টকার্ড বেইজড প্রিপেইড পাম্প সিস্টেম প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিএমডিএ-র সংশ্লিষ্ট জনবলের দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৫ প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৬ প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বিএমডিএ'র অন্যান্য প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৮.৭ অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও গৃহীত ব্যবস্থাবলী আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান)
সহকারী পরিচালক